স্পেশাল বুলেটিন

সিনেমা ও সাহিত্য

Vol. - 5 | Issue-13 | 15 June, 2026 ₹-2

বাংলা চলচ্চিত্র জগতের গর্ব

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের অন্যতম সম্মানজনক অসামরিক পুরস্কার পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হলেন বাংলা চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। রাষ্ট্রপতি ভবনে আয়োজিত এক গম্ভীর ও মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁর হাতে পদ্মশ্রী সম্মান তুলে দেন। এই বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। দেশের চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি জগতে দীর্ঘদিনের অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান প্রদান করা হয় অভিনেতাকে।

দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে বাংলা সিনেমায় নিজের অভিনয় দক্ষতা, জনপ্রিয়তা এবং বহুমুখী চরিত্রের মাধ্যমে দর্শকদের হৃদয়ে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন প্রসেনজিৎ। তাঁর এই সম্মানে খুশির আবহ টলিপাড়া থেকে শুরু করে সমগ্র বাংলা জুড়ে।

একাডেমিতে দর্শকদের উচ্ছ্বসিত উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ বেলঘরিয়া থিয়েটার একাডেমির ‘পরচুলা’

নিজস্ব সংবাদদাতা:প্রায় দুশো দর্শকের উপস্থিতিতে একাডেমির মঞ্চে সফলভাবে অভিনীত হল বেলঘরিয়া থিয়েটার একাডেমির প্রযোজিত নাটক ‘পরচুলা’। নাটকটি দর্শকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া ফেলে এবং শিল্পীদের অভিনয় প্রশংসিত হয়।

অনুষ্ঠান উপলক্ষে গ্রিনরুমে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা নীল, নাট্যব্যক্তিত্ব সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সাহিত্যিক হিমাদ্রি কিশোর দাশগুপ্ত, বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ বারীন রায় চৌধুরী-সহ সমাজ ও সংস্কৃতি জগতের একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করে তোলে। নাট্যপ্রেমী দর্শকদের উচ্ছ্বাস ও আন্তরিক সমর্থনে ‘পরচুলা’-র এই মঞ্চায়ন এক স্মরণীয় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যায় পরিণত হয়।

চলচ্চিত্র সংগঠনের অন্দরে নতুন সমীকরণ ও বিতর্ক

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতার চলচ্চিত্র জগতে সংগঠনভিত্তিক রাজনীতি নতুন কিছু নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে পূর্ব ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্র বাণিজ্য সংগঠন Eastern India Motion Picture Association ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়ে টলিপাড়ায় ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে।

সংগঠনের বর্তমান নেতৃত্বে অভিনেত্রী ও প্রযোজক প্রিয়া সেন সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই এক নতুন পরিবর্তনের হাওয়া লক্ষ্য করা যায় বলে দাবি করছেন একাংশ প্রযোজক ও শিল্পী মহল। তাঁদের বক্তব্য, সংগঠনের প্রশাসনিক ধারা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন আনা হলেও, তা নিয়ে ভিতরে ভিতরে অসন্তোষ বাড়ছিল।

চলচ্চিত্র প্রযোজকদের একাংশের অভিযোগ; সংগঠনের অভ্যন্তরে তএকপাক্ষিক সিদ্ধান্তদ নেওয়া হচ্ছে এবং নতুন প্রজন্মের প্রযোজকদের মতামত যথাযথভাবে গুরুত্ব পাচ্ছে না। এমনকি কেউ কেউ এটিকে তগোষ্ঠী প্রভাব বিস্তারের চেষ্টাদ বলেও ব্যাখ্যা করেছেন। তবে এই অভিযোগগুলোর কোনো আনুষ্ঠানিক প্রমাণ এখনো প্রকাশ্যে আসেনি।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মধ্যেই সম্প্রতি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ভোট বা বৈঠককে কেন্দ্র করে বড় পরিবর্তনের খবর সামনে আসে। শিল্পমহলের দাবি, সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রযোজকরা একত্রিত হয়ে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পক্ষে মত দেন এবং প্রিয়া সেনের পরিবর্তে প্রবীণ চলচ্চিত্র প্রযোজক রতন সাহাকে নতুন সভাপতি হিসেবে মনোনীত করা হয়।

যদিও এই পরিবর্তন নিয়ে সংগঠনের ভেতরে মতভেদ স্পষ্ট, তবুও একাংশ সদস্য মনে করছেন;এটি চলচ্চিত্র বাণিজ্য সংগঠনের তপুনর্গঠন ও ভারসাম্য ফেরানোর প্রচেষ্টাদ।

অন্যদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে টলিপাড়ায় তৈরি হয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া। কেউ একে দেখছেন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে, আবার কেউ বলছেন;এটি সংগঠনের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস মাত্র।

বর্তমান পরিস্থিতিতে সব পক্ষই অপেক্ষা করছে পরবর্তী আনুষ্ঠানিক ঘোষণার জন্য। কারণ চলচ্চিত্র জগতে সংগঠন শুধু প্রশাসনিক কাঠামো নয়; এটি শিল্পের গতিপথ, সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের দিকও নির্ধারণ করে।

টলিউডের আঙিনায় তাই এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে;

এই পরিবর্তন কি সত্যিই নতুন যুগের সূচনা, নাকি পুরনো দ্বন্দ্বেরই নতুন অধ্যায়?

টালিগঞ্জে ক্ষোভের বিস্ফোরণ! রুদ্রনীলের বৈঠকে ২৬ গিল্ডের প্রতিনিধিদের মুখে ‘ভয় ও অত্যাচারের’ অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা: টেকনিশিয়ান্স স্টুডিওতে ২৬টি গিল্ডের প্রতিনিধিদের নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করলেন অভিনেতা-বিধায়ক রুদ্রনীল ঘোষ। সেখানে প্রথমবার প্রকাশ্যে এসে টলিপাড়ার একাধিক কলাকুশলী ও টেকনিশিয়ান তাঁদের দীর্ঘদিনের অভিযোগ, ভয়ভীতি ও মানসিক নির্যাতনের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা, পরিচালক, প্রযোজক থেকে শুরু করে বিভিন্ন গিল্ডের প্রতিনিধিরা।

রুদ্রনীল ঘোষ জানান, নতুন সরকারের নির্দেশেই টালিগঞ্জের সমস্যাগুলি সরাসরি শুনে রিপোর্ট আকারে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে জমা দেওয়া হবে। তাঁর কথায়, এই মানুষগুলো এতদিন নিজেদের কথা বলার সুযোগই পাননি।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চান ভয়মুক্ত সংস্কৃতি জগৎ গড়ে উঠুক। কোনও স্বৈরাচার বরদাস্ত করা হবে না।

বৈঠকে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ উঠে আসে ফেডারেশন ও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে।

রূপটান শিল্পী সিমরান পাল অভিযোগ করেন, কাজ চাওয়ার পরও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চান ভয়মুক্ত সংস্কৃতি জগৎ গড়ে উঠুক। কোনও স্বৈরাচার বরদাস্ত করা হবে না।

বৈঠকে একাধিক বিস্ফোরক অভিযোগ উঠে আসে ফেডারেশন ও কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে। রূপটান শিল্পী সিমরান পাল অভিযোগ করেন, কাজ চাওয়ার পরও তাঁকে বঞ্চিত করা হয়েছে।অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রীর উপর হামলা, বাড়িতে ভাঙচুর, মারধর এবং ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি। পুলিশে অভিযোগ জানিয়েও কোনও সাহায্য পাননি বলে দাবি তাঁর।

টালিগঞ্জের বহু শিল্পী ও টেকনিশিয়ানের একটাই দাবি; নতুন সরকারের আমলে যেন ভয়, দমননীতি ও ব্যাভিচারমুক্ত সুস্থ পরিবেশ ফিরে আসে ইন্ডাস্ট্রিতে।

কালোর মোহে চিত্রাঙ্গদা ও হুমার নজরকাড়া উপস্থিতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: মুম্বইয়ের আইটিসি গ্র্যান্ড সেন্ট্রালে অনুষ্ঠিত ‘ক্রাফটিং ভারত বিজনেস কনক্লেভ ও অ্যাওয়ার্ডস ২০২৬’-এ গ্ল্যামার ও আত্মবিশ্বাসে সকলের নজর কেড়েছেন বলিউড অভিনেত্রী চিত্রাঙ্গদা সিং ও হুমা কুরেশি। দু’জনেই কালো রঙের পোশাকে উপস্থিত হলেও তাঁদের সাজে ছিল ভিন্নতার ছাপ। সোনালি সূচিশিল্পে সজ্জিত কালো প্যান্টস্যুটে হুমা কুরেশি ভারতীয় কারুশিল্পের সৌন্দর্যকে তুলে ধরেন। অন্যদিকে ভিন্টেজ ধাঁচের চেইন বেল্টে সজ্জিত কালো পোশাকে চিত্রাঙ্গদা সিং ফুটিয়ে তোলেন নব্বইয়ের দশকের চিরন্তন গ্ল্যামার।

অনুষ্ঠানে নিজেদের নতুন কাজ নিয়েও কথা বলেন তাঁরা। চিত্রাঙ্গদা তাঁর আসন্ন ছবি ‘মাতৃভূমি’ নিয়ে আশাবাদ

ব্যক্ত করেন। অন্যদিকে হুমা জানান, ‘বেবি ডু ডাই ডু’ ছবির মাধ্যমে প্রযোজক হিসেবে তাঁর নতুন যাত্রার কথা।

উদ্যোগ, সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার এই মিলনমেলায় দুই তারকার উপস্থিতি যেন যোগ করেছিল বিশেষ মাত্রা। তাঁদের আত্মবিশ্বাসী ও রুচিশীল উপস্থিতি আবারও মনে করিয়ে দিল; ফ্যাশন কেবল পোশাক নয়, এটি ব্যক্তিত্ব প্রকাশের এক শক্তিশালী ভাষা।

CMYK CMYK

সম্পাদকীয়

হিমালয়ের কোলে শান্তির তীথ আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশন

উত্তরাখণ্ডের মনোরম পাহাড়ি শহর আলমোড়া-র নিরিবিলি পরিবেশে অবস্থিত রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, আলমোড়া আধ্যাত্মিকতা, মানবসেবা ও আত্ম-অনুসন্ধানের এক অনন্য কেন্দ্র। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই আশ্রমে প্রবেশ করলেই অনুভব করা যায় এক অপার্থিব প্রশান্তি, যা ব্যস্ত জীবনের কোলাহল থেকে মানুষকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায় আত্মিক জগতের গভীরে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে স্বামী বিবেকানন্দ আলমোড়া অঞ্চলে এসে হিমালয়ের মহিমা ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে গভীরভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁর আদর্শ ও ভাবধারাকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে এই অঞ্চলে রামকৃষ্ণ আন্দোলনের বিকাশ ঘটে। আজও সেই ঐতিহ্য বহন করে চলেছে আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশন।

প্রতিদিন ভোরের মঙ্গলারতি, বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণ, ধ্যান, ভজন এবং সন্ধ্যারতির মাধ্যমে আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখ রিত হয়ে ওঠে। আশ্রমের মন্দিরে বিরাজমান আছেন শ্রী রামকৃষ্ণ, শ্রীমা সারদা দেবী এবং স্বামী বিবেকানন্দ। ভক্তরা এখানে এসে প্রার্থনা, ধ্যান ও জপের মাধ্যমে মানসিক শান্তি লাভ করেন।

আশ্রমের অন্যতম আকর্ষণ এর নিসর্গময় পরিবেশ। পরিষ্কার আকাশে নন্দা দেবীসহ হিমালয়ের তুষারশুভ্র পর্বতশ্রেণির দৃশ্য দর্শনার্থীদের মুগ্ধ করে। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় প্রকৃতির এই অপূর্ব রূপ যেন এক জীবন্ত ধ্যানের অভিজ্ঞতা এনে দেয়।

শুধু ধর্মীয় কর্মকাণ্ডই নয়, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মানবসেবামূলক নানা কার্যক্রমের মাধ্যমেও আশ্রম সমাজকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। এখানে আগত সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী, ভক্ত এবং পর্যটকদের কাছে আশ্রমটি আত্মিক শক্তি অর্জনের এক নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল।

আজকের দ্রুতগতির জীবনে যখন মানুষ মানসিক অস্থিরতা ও উদ্বেগে জর্জরিত, তখন আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশন এক নীরব বার্তা দেয়;শান্তি বাইরে নয়, মানুষের নিজের অন্তরেই নিহিত। হিমালয়ের পবিত্র বাতাসে সেই চিরন্তন সত্যেরই যেন প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ; নিজের মুক্তি এবং বিশ্বের কল্যাণের জন্য।

এই মহান আদর্শকে ধারণ করে আলমোড়া রামকৃষ্ণ মিশন আজও অসংখ্য মানুষের জীবনে আলো, আশা ও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে রয়েছে।

গ্রাম থেকে মহানগরের লড়াই, স্বপ্ন আর আত্মপ্রতিষ্ঠার গল্প; মন জয় করল বাংলা ছবি ‘ঝুমুর’

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতার সাউথ সিটি মলের আইনক্সে অনুষ্ঠিত হল এ ক্লাউড প্রোডাকশনের নতুন বাংলা ছবি ‘ঝুমুর’-এর বিশেষ প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ছবির শিল্পী, কলাকুশলী এবং বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিরা।

ছবিটির প্রযোজক সত্যনারায়ণ শীল। পরিচালনার দায়িত্ব সামলেছেন বরুণ দাস ও অনীশ কাটিয়াল। অভিনয়ে রয়েছেন রাজেশ শর্মা, খরাজ মুখে াপাধ্যায়, লাবনী সরকার, সাহেব চট্টোপাধ্যায়, মৌসুমি সাহা এবং রাজশ্রী ঝনক। ছবির কাহিনিও লিখেছেন রাজশ্রী ঝনক। সঙ্গীত পরিচালনায় অশোক ভদ্র এবং গীতিকার প্রিয় চট্টোপাধ্যায়।

এক আদিবাসী তরুণী ‘ঝুমুর’-এর জীবনসংগ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে ছবির গল্প। গ্রামের মাটি থেকে উঠে এসে কলকাতায় উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন নিয়ে পিএইচডি করতে আসা এক তরুণীর পথচলায় সমাজের নানা বাধা, প্রতিকূলতা, স্বপ্নভঙ্গ ও আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইকে বাস্তবধর্মীভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

গ্রামের সরল জীবন ও মহানগরের কঠিন বাস্তবতার বৈপরীত্য ছবিটির অন্যতম আকর্ষণ। সমাজের নানা বাস্তব ঘটনাকে সংবেদনশীলতার সঙ্গে উপস্থাপন করায় ছবিটি দর্শকদের মন ছুঁয়েছে। বিশেষ প্রদর্শনী শেষে উপস্থিত দর্শকদের একাংশের মত, ‘ঝুমুর’ শুধু একটি সিনেমা নয়, বরং সংগ্রাম, স্বপ্ন ও আত্মবিশ্বাসের এক অনুপ্রেরণার গল্প।

বাংলা চলচ্চিত্রপ্রেমীদের জন্য ‘ঝুমুর’ হতে পারে একটি অবশ্যদ্রষ্টব্য ছবি।

ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকীতে লন্ডনে বিশেষ রেট্রোস্পেকটিভ, ৪কে-তে সংরক্ষিত আট কালজয়ী চলচ্চিত্র

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতের চলচ্চিত্র ঐতিহ্যকে বিশ্বদরবারে আরও সুপ্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নিল তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। মন্ত্রকের অধীনস্থ National Film Development Corporation (এনএফডিসি) এবং National Film Archive of India কিংবদন্তি চলচ্চিত্র নির্মাতা Ritwik Ghatak-এর আটটি কালজয়ী চলচ্চিত্রকে ‘প্রিস্টিন ৪কে’ রেজলিউশনে পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করেছে।

সংরক্ষিত চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে Komal Gandhar, Meghe Dhaka Tara, Titas Ekti Nadir Naam, Jukti Takko Aar Gappo, Bari Theke Paliye, Subarnarekha, Nagarik এবং Ajantrik। ঋত্বিক ঘটকের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে এনএফডিসি-র সহযোগিতায় British Film Institute লন্ডনে একটি বিশেষ রেট্রোস্পেকটিভের আয়োজন করবে। এই অনুষ্ঠানে প্রদর্শিত হবে ঋত্বিক ঘটকের পুনরুদ্ধার করা আটটি চলচ্চিত্র, যা আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে ভারতীয় ও বাংলা চলচ্চিত্রের অনন্য শিল্পভাবনা ও ঐতিহ্যকে নতুনভাবে তুলে ধরবে।চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের মতে, এই উদ্যোগ শুধু ঋত্বিক ঘটকের সৃষ্টিকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেবে না, বরং ভারতের সমৃদ্ধ চলচ্চিত্র ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও বিশ্বব্যাপী প্রচারের ক্ষেত্রেও এক ঐতিহাসিক মাইলফলক হয়ে থাকবে।

বর্ষা-প্রতিরোধী আধুনিকীকরণের পর পুনরায় চালু মুরারই আন্ডারপাস, স্বস্তিতে হাজারো যাত্রী

নিজস্ব সংবাদদাতা: দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে পুনরায় খুলে দেওয়া হলো মুরারই লিমিটেড হাইট সাবওয়ে (এলএইচএস নং ৩২)। গত ৭ জুন ২০২৬ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে সড়ক যানচলাচলের জন্য চালু হয়েছে এই গুরুত্বপূর্ণ আন্ডারপাস। পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের নেতৃত্বে এবং হাওড়া ডিভিশনের ডিআরএম বিশাল কাপুরের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এই আধুনিকীকরণ প্রকল্প।

উল্লেখ্য, ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ সালে প্রথমবার চালু হওয়ার পর জল জমা ও পরিকাঠামোগত কিছু সমস্যার কারণে ২৫ মে ২০২৫-এ আন্ডারপাসটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর প্রায় এক বছর ধরে চলা সংস্কার ও উন্নয়নমূলক কাজের পর এটি আবার জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে।

নতুন সংস্কারকৃত আন্ডারপাসে উন্নত ড্রেনেজ ব্যবস্থা, উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন জল সঞ্চয়কারী সাম্প (সাম্প), উলম্ব ফাটল মেরামত, উভয় অ্যাপ্রোচ রোডে টেকসই কংক্রিটের ওয়্যারিং কোর্স এবং সুরক্ষামূলক কভার শেড নির্মাণ করা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা রোধে আপ ও ডাউন; উভয় দিকেই ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে।

আন্ডারপাসটি পুনরায় চালু হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দা, নিত্যযাত্রী এবং ব্যবসায়ীদের মধ্যে স্বস্তির পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পুরনো লেভেল ক্রসিংয়ের পরিবর্তে আধুনিক এই আন্ডারপাস যানজট কমানোর পাশাপাশি বর্ষাকালেও নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি জানান, এই উন্নত আন্ডারপাসটি নিরাপত্তা, সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘস্থায়ী গণ-পরিকাঠামো নির্মাণে পূর্ব রেলের অঙ্গীকারের প্রতিফলন।

সাড়ম্বরে পালিত হল শব্দবিতান প্রকাশনীর অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা: ৫ই জুন ২০২৬ শুক্রবার শব্দবিতান প্রকাশনীর কর্ণধার ড. সুবিদিতা কুণ্ডুর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ক্ষুব্বৈশাখী বার্তাদ পত্রিকা চতুর্থ বর্ষ উন্মোচিত হয় কলকাতার রায়া দেবনাথ অডিটোরিয়ামে। অনুষ্ঠানটি এতো সুন্দর ও সফল হওয়ার কৃতিত্ব ড. সমরেশ গুচ্ছাইত এর, যার সহযোগিতা ছাড়া এটা সম্ভব ছিল না । মঞ্চাসীন গুণী ব্যক্তিবর্গ হলেন প্রধান অতিথি দুই বাংলার কবি আরণ্যক বসু, সভাপতি কবি অশোক মুখোপাধ্যায়, উপদেষ্টা সাহিত্যিক ও পরিচালক নির্মাল্য বিশ্বাস, উপদেষ্টা সাহিত্যিক ও কবি শ্রী সদ্যোজাত, বিশেষ অতিথি কবি সুনীল বণিক ও বিশেষ অতিথি সাহিত্যিক ও সম্পাদক সঞ্জয় কুমার দাস। এই দিন আন্তর্জাতিক পরিবেশ দিবস উপলক্ষে গাছে জল দেওয়া হয় বন্দে মাতরম্ গানের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানের শেষে জোয়ান গাছ বিতরণ করা হয়। শব্দবিতান প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত হয় আশালতা মাইতি সম্পাদিত সংকলন রবির কিরণে হাস্য রসের দ্যুতি, ববিতা সরকার গুহ রায় সম্পাদিত সংকলন রবিতেই রবি, প্রিয়ব্রত দাসের একক কাব্যগ্রন্থ অনুভবের ছোঁয়া, ড. বিজুরিকা চক্রবর্তীর একক কাব্যগ্রন্থ অসময়ের কবিতা, শিল্পী দাসের একক শ্রুতি নাটক গ্রন্থ চিলেকোঠার চাবি, অসীম মজুমদারের কাব্যগ্রন্থ কাস্তে চাঁদের উষ্ণতা, সুমন চক্রবর্তীর কাব্যগ্রন্থ অক্ষরের আয়না ও আকাশ বিশ্বাসের মাতৃশক্তি গ্রন্থ আসামের মাতৃকা। উপস্থিত অন্যান্য গুণীজন হলেন হরিদাস দেবনাথ, মৌ মিস্টি মণ্ডল, শুভ্র ব্যানার্জি, মলয় বর্ধন, বিবেক চক্রবর্তী, অনিল চন্দ্র শিকদার, পাপড়ি দত্ত, মিনু চক্রবর্তী, অনামিকা ঘোষ, জ্যোতির্ময় ঘোষ, মৌসুমী রায় চৌধুরী, অভিজিৎ বসু নিয়োগী, পৃথা বসু নিয়োগী, অভেদানন্দ পানিগ্রাহি, সুচরিতা বিশ্বাস, ঝিনুক দে দত্ত, লক্ষী দে, রমা গুপ্ত, সুজিত চৌধুরী, ইন্দ্রাণী চৌধুরী, প্রতিমা কর্মকার, স্মৃতিকনা সমাদ্দার চৌধুরী, অপর্ণা দাস, সমিত মজুমদার, দিব্যেন্দু ঘোষ, অনুরাধা চক্রবর্তী, মুনমুন মুখার্জি, গণেশ চন্দ্র নেয়ে, সায়ন্তিকা দাস ও আয়ুশ দাস এবং প্রমুখ সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিপ্রেমী ব্যক্তিত্ব। উদ্বোধনী সংগীত, অতিথি বরণ, গাছে জল দেওয়া, বই প্রকাশ, গাছ বিতরণ, শ্রুতি নাটক, নৃত্য, কবিতা পাঠ, কবিতা কোলাজ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলে শব্দবিতান প্রকাশনীর চতুর্থ বর্ষের এই অনুষ্ঠান।

বাংলার গৌরব সম্মান ২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা: এন বি প্রোডাকশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল বর্ণাঢ্য বাংলার গৌরব সম্মান ২০২৬। বাংলা চলচ্চিত্র, সংস্কৃতি ও সৃজনশীল জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে এক স্মরণীয় সন্ধ্যা।

অনুষ্ঠানে শ্রেষ্ঠ শর্ট ফিল্ম চলচ্চিত্র পরিচালক হিসেবে সম্মানিত হন বিক্রমদেব সেনগুপ্ত। তাঁর হাতে এই বিশেষ সম্মাননা তুলে দেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী পায়েল সরকার।

শর্ট ফিল্ম নির্মাণে সৃজনশীলতা, বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং চলচ্চিত্র ভাষার অভিনব প্রয়োগের স্বীকৃতি হিসেবেই এই সম্মান প্রদান করা হয়। সম্মাননা গ্রহণ করে বিক্রমদেব সেনগুপ্ত আয়োজকদের ধন্যবাদ জানান এবং ভবিষ্যতেও মানসম্মত চলচ্চিত্র নির্মাণের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন। বাংলা চলচ্চিত্র জগতের প্রতিভাবান শিল্পী ও নির্মাতাদের উৎসাহিত করতে এন বি প্রোডাকশনের ত্বাংলার গৌরব সম্মান ২০২৬দ একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে বলে উপস্থিত অতিথিরা মত প্রকাশ করেন।

মৃত্যুর দিনেই এল জাতীয় স্বীকৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা: ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে এমন কিছু নাম রয়েছে, যাঁদের সৃষ্টিকর্মের সংখ্যা হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু তাঁদের অবদান সময়ের সীমানা অতিক্রম করে আজও আলো ছড়ায়। তেমনই এক বিস্ময়কর প্রতিভা ছিলেন Avtar Krishna Kaul মাত্র একটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করেই তিনি ভারতীয় সমান্তরাল সিনেমার ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখে গেছেন। ১৯৭৪ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ২৭ Down ছিল তাঁর প্রথম এবং শেষ পরিচালিত ছবি। লেখক Ramesh Bakshi-র উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি ভারতীয় মধ্যবিত্ত জীবনের স্বপ্ন, সংকট ও বাস্তবতার এক অনন্য দলিল। ছবির প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন Rakhee Gulzar এবং M. K. Raina। সংগীত পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রখ্যাত বাঁশিবাদক Hariprasad Chaurasia। মুক্তির পরই '২৭ ডাউন' সমালোচকদের ব্যাপক প্রশংসা অর্জন করে এবং জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারে সেরা হিন্দি ফিচার ফিল্ম ও সেরা সিনেমাটোগ্রাফির সম্মান লাভ করে। কিন্তু এই সাফল্যের দিনটিই অবতার কৌলের জীবনে নিয়ে আসে এক মর্মান্তিক পরিণতি। ১৯৭৪ সালের ২০ জুলাই মুম্বইয়ে এক শিশুকে জলে ডুবে যেতে দেখে তাকে বাঁচানোর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েন তিনি। শিশুটির প্রাণ রক্ষা পেলেও নিজের জীবন আর ফিরিয়ে আনতে পারেননি এই তরুণ পরিচালক। মাত্র ৩৪ বছর বয়সেই থেমে যায় এক উজ্জ্বল সৃজনযাত্রা।

রেওয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব ২০২৬

নিজস্ব সংবাদদাতা: রামমোহন লাইব্রেরি হলে চতুর্থ রেওয়া আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের প্রদর্শিত ফিল্মগুলোর বিজয়ীদের পুরস্কৃত করা হল। রেওয়া ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ডিরেক্টর নির্মাল্য বিশ্বাস জানালেন, ক্ষ্মসেরা তিনটি ফিল্ম এবং একটি মিউজিক ভিডিওকে দেওয়া হয় নগদ অর্থ ক্ষ্ম সেরা তিনটি ফিল্ম নির্বাচিত হল বিক্রম দেব সেনগুপ্তর 'ফেরা', অমিত ঘোষের রাণীমার লালকুঠি, ঋজু রায়ের কাহিনী ও শঙ্খদীপ চক্রবর্তী পরিচালিত 'তবু মনে রেখো'। সেরা মিউজিক ভিডিও নির্বাচিত হল শুভঙ্কর সাউয়ের 'তোর হতে চাই'। এছাড়াও মাইক্রো ফিল্ম ক্যাটাগরিতে 'মুছে যাওয়া দিনগুলো'র জন্য বেস্ট ডিরেক্টর নির্বাচিত হলেন শ্রী দাস এবং বেস্ট মাইক্রো ফিল্ম নির্বাচিত হল রাজা মুন্সীর 'আম্রপালী'। শর্ট ফিল্ম ক্যাটাগরিতে অমিত ঘোষ বেস্ট এক্টর, কল্যাণী ব্যানার্জী বেস্ট এক্ট্রেস, বিক্রম দেব সেনগুপ্ত বেস্ট ডিরেক্টর এওয়ার্ড জিতলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা শুভজিৎ দাস, অভিনেত্রী রুমা ভদ্র, চিত্রপরিচালক নীলাঞ্জন ভৌমিক, গীতিকার ও চিত্রনাট্যকার অরুণিমা চ্যাটার্জী, সিনেমাথেক কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট অজয় সেনগুপ্ত, সিনেমাথেক কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের জয়েন্ট সেক্রেটারি ইন্দুভূষণ দাস, চিত্রপরিচালক অর্পিতা কামিল্যা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব মনোরমা ঘোষ, সঙ্গীত শিল্পী মণিদীপা চক্রবর্তী সহ অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

'স্বাধীনতা তোমার জন্য'

নিজস্ব সংবাদদাতা: হাওড়া স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ, দেশপ্রেমের মূল্যবোধ এবং জাতীয় চেতনার সংকটকে কেন্দ্র করে দর্শকদের সামনে একাধিক তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল হাওড়া নাট্যজনের প্রযোজনা 'স্বাধীনতা তোমার জন্য'। গত ৩০ মে শনিবার তৃপ্তি মিত্র নাট্যগৃহে নাট্যকার মৃণাল দের উপস্থিতিতে মঞ্চস্থ হয় এই ব্যতিক্রমী নাটক। নাটকের সূচনায় নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কণ্ঠ, ভারী বুটের শব্দ, দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস, বন্দুকের গর্জন এবং 'বন্দেমাতরম'-এর ধ্বনি এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে। শুরু থেকেই দর্শকদের সামনে উঠে আসে একের পর এক প্রশ্ন; আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? ভারত কি সত্যিই জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন অধিকার করেছে? স্বাধীনতার প্রকৃত তাৎপর্য আজকের সমাজ কতটা উপলব্ধি করতে পারছে?

নাট্যকার মৃণাল দে স্বাধীনতার বহু বছর পরেও দেশের সচেতন নাগরিকদের সামনে তুলে ধরেছেন আত্মসমালোচনার আয়না। স্বাধীনতা কি শুধুই একটি সরকারি ছুটি? স্বাধীনতা দিবস কি শুধুই উচ্চস্বরে ডিজে বাজিয়ে উচ্ছৃঙ্খল উদযাপনের দিন? দেশের জন্য আত্মবলিদান করা ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার কিংবা মাতঙ্গিনী হাজরার স্বপ্ন কি এটাই ছিল?

ঐতিহাসিক পানিহাটির চিঁড়া-দধি মহোৎসবের ৫৩০তম বর্ষ পালন ২০২৬-এ

নিজস্ব সংবাদদাতা: প্রতিবছরের ন্যায়, এবছরও ২৭শে জুন শনিবার ২০২৬ পানিহাটির চিঁড়া-দধি মহোৎসব মহাসমারোহে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। ইসকনের প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুরসহ বিশ্বব্যাপী সমস্ত শাখামন্দিরে এই উৎসব পালন করা হয়। ইসকন পানিহাটির শ্রী শ্রী গৌর-নিতাই মন্দিরে ২৪শে জুন বুধবার ২০২৬ থেকে ২৮শে জুন রবিবার ২০২৬ পর্যন্ত ৫ দিনব্যাপী চিঁড়া-দধি মহোৎসবের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে উদযাপিত হবে।

এই মহোৎসবটি ছিল শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রভুর ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে তথা ৯২১ বঙ্গাব্দে বিশ্ব লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা মাসিক আয় সমৃদ্ধ হুগলি জেলার অন্তর্গত ত্রিকৃষ্ণপুরের জমিদার শ্রী গোবর্ধন মজুমদারের একমাত্র পুত্র প্রতিভাবান ও রূপবান পুত্র রঘুনাথকে। তিনি ছিলেন শ্রী নিত্যানন্দ-গৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ ভক্ত। চিঁড়া-দধি ভোজের মাধ্যমে তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর আশীর্বাদ লাভ করেন। পরবর্তীকালে তিনি শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এসে বৈষ্ণব সমাজে 'রঘুনাথ দাস গোস্বামী' নামে পরিচিত হন।

আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছরের পূর্বে বিশাল সমারোহে এই মহোৎসবের সূচনা হয়েছিল। সেই ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় প্রতি বছর এই উৎসব উদযাপিত হয়ে আসছে। ভক্তদের বিশ্বাস, এই মহোৎসবের মাধ্যমে ভক্তি, সেবা ও আধ্যাত্মিক চেতনার প্রসার ঘটে এবং সমাজে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে যায়।

বর্তমানে বিশ্বজুড়ে ইসকনের প্রতিটি কেন্দ্রে এই পানিহাটি মহোৎসব মহাসমারোহে উদযাপিত হয়। শ্রীধাম মায়াপুরের উদ্যোগে পানিহাটি মন্দিরে যথাযথ ধর্মীয় মর্যাদার সঙ্গে এই উৎসব পালন করা হবে।

মাতৃস্বাস্থ্য ও প্রথম শৈশবের পরিচর্যায় প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা

পিটিআই: মাতৃস্বাস্থ্য ও শিশুর সুস্থ বিকাশ নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ হলো প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা। ২০১৭ সালে চালু হওয়া এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য গর্ভবতী ও স্তন্যদানকারী মায়েদের আর্থিক সহায়তা প্রদান এবং স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

২০২২ সালের ১ এপ্রিল থেকে ‘মিশন শক্তি’-র আওতায় প্রকল্পটি নতুনভাবে সাজানো হয়। বর্তমানে প্রথম জীবিত সন্তানের জন্য মা দু’টি কিস্তিতে মোট ৫,০০০ টাকা এবং দ্বিতীয় সন্তান কন্যা হলে ৬,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা পান।

সুবিধাভোগীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পৌঁছে দিতে ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফার ব্যবস্থা চালু রয়েছে। গর্ভপাত বা মৃত সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রেও বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

চলতি বছরের ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত দেশের ৪ কোটি ২৭ লক্ষেরও বেশি মহিলা এই প্রকল্পের সুবিধা পেয়েছেন। তাঁদের মধ্যে মোট ২০,১৫০ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী মাতৃ বন্দনা যোজনা মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন, নিরাপদ মাতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসবের প্রসার এবং লিঙ্গসমতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সময়মতো আর্থিক সহায়তা পাওয়ায় গর্ভবতী মহিলারা পুষ্টিকর খাদ্য, নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণে আরও উৎসাহিত হচ্ছেন। ফলে সুস্থ মা ও সুস্থ শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে এই প্রকল্প একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

স্বপ্নের পথে এক তরুণী — ১৯ বছরেই অভিনয়ের জগতে নিজের পরিচয় গড়ছেন প্রার্থনা চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা: বাংলা বিনোদন জগতের নতুন প্রজন্মের শিল্পীদের মধ্যে ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করে নিচ্ছেন তরুণী অভিনেত্রী প্রার্থনা চালক । মাত্র ১৯ বছর বয়সেই অভিনয়কে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে তিনি নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁর এই পথচলার পেছনে রয়েছে বাবা-মায়ের অক্লান্ত সমর্থন, উৎসাহ এবং ত্যাগ।

অভিনয়ের প্রতি ছোটবেলা থেকেই ছিল তাঁর গভীর আগ্রহ। সেই আগ্রহকেই বাস্তবে রূপ দিতে তিনি কাজ করেছেন বাংলা চলচ্চিত্র এবং মিউজিক ভিডিওর বিভিন্ন প্রকল্পে। ইতিমধ্যেই তিনি অভিনয় করেছেন বাংলা সিনেমা তমিস্টার হিরোদ এবং ত্বাউন্ডুলেদ-তে। পাশাপাশি জনপ্রিয় মিউজিক ভিডিও অ্যালবাম তড্রিম গার্লদ ও তকিছু কিছু কথাদ-তেও তাঁর অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে।

নতুন প্রজন্মের এই শিল্পীর আত্মবিশ্বাস, নিষ্ঠা এবং কঠোর পরিশ্রম ভবিষ্যতে তাঁকে আরও বড় সাফল্যের দিকে নিয়ে যাবে বলেই মনে করছেন চলচ্চিত্র মহলের অনেকে। অভিনয়ের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিত্ব ও শিল্পসত্তাকে আরও সমৃদ্ধ করার লক্ষ্যে তিনি নিয়মিত অনুশীলন ও অধ্যয়ন চালিয়ে যাচ্ছেন।

আজকের প্রতিযোগিতামূলক বিনোদন জগতে যেখানে প্রতিষ্ঠা পাওয়া সহজ নয়, সেখানে অল্প বয়সেই নিজের স্বপ্নকে বাস্তবের মাটিতে দাঁড় করানোর যে সাহস ও অধ্যবসায় প্রার্থনা দেখিয়েছেন, তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

তসিনেমা ও সাহিত্যদ পত্রিকার পক্ষ থেকে তরুণী অভিনেত্রী প্রার্থনা চালককে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। তাঁর আগামী পথ হোক সাফল্য, সৃজনশীলতা এবং নতুন নতুন অর্জনে ভরপুর।

ভাতৃ মিলনী ক্লাবে নবনির্বাচিত বিধায়ক অরিজিৎ বক্সীকে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা:ক্যান্টনমেন্ট, সোমা ভট্টাচার্য পশ্চিমবঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার গঠনের পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে বিজয় উৎসব ও নবনির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান। সেই ধারাবাহিকতায় বুধবার ভাতৃ মিলনী ক্লাবের উদ্যোগে দমদমের নবনির্বাচিত বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী-কে আন্তরিক সংবর্ধনা জানানো হয়।

ক্লাব প্রাঙ্গণে এক ঘরোয়া অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আয়োজিত এই সংবর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের সদস্য ও সদস্যারা। পুরুষ সদস্যরা উত্তরীয় পরিয়ে এবং মহিলা সদস্যরা পদ্মফুল দিয়ে বরণ করে নেন তাঁদের এলাকার জনপ্রিয় মুখ ও আইনজীবী অরিজিৎ

বক্সীকে। সকলের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় আপ্লুত বিধায়ক অরিজিৎ বক্সী বলেন, আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন। ধীরে ধীরে সমস্ত দুর্নীতি দূর করে স্বচ্ছ ও উন্নত দমদম গড়ে তোলাই আমাদের লক্ষ্য। দমদমবাসীর কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন ধৈর্য রাখেন এবং আমাদের উপর আস্থা বজায় রাখেন।

অনুষ্ঠানটি সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে সম্পন্ন হয় এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যেও উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়।

লাল-হলুদ গ্যালারিতে ছবিওয়ালা রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিতে ফুটবল ও সিনেমার অনন্য মেলবন্ধন

নিজস্ব সংবাদদাতা: কলকাতা একবার আবারও সাক্ষী হতে চলেছে আবেগের এক অনন্য সংমিশ্রণের;ফুটবল, সিনেমা এবং স্মৃতির এক গভীর সেতুবন্ধন। প্রয়াত অভিনেতা ও আজীবন ইস্টবেঙ্গল সমর্থক রাহুল অরুণোদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে আগামী ১৫ জুন আয়োজিত হতে চলেছে এক বিশেষ ট্রিবিউট এক্সিবিশন ম্যাচ, যা ইতিমধ্যেই শহরের ক্রীড়া ও চলচ্চিত্র মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। রূপোলী পর্দার এই জনপ্রিয় মুখ, যাঁর শেষ দিকের উল্লেখযোগ্য কাজ ছিল চলচ্চিত্র ছবিওয়ালাদ, তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতেই এই অভিনব উদ্যোগ। ছবিটির টিম ও পরিচালক বাপ্পার উদ্যোগে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব মাঠে (টার্ফ) আয়োজন করা হচ্ছে এই স্মরণীয় প্রদর্শনী ম্যাচ। গ্যালারির লাল-হলুদ আবেগকে সিনেমার আবহে জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এই বিশেষ আয়োজনে, যার ট্যাগলাইন;লাল-হলুদ গ্যালারির ছবিওয়ালা।

রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের গ্যালারি জুড়ে চিরচেনা মশাল, জয়ধ্বনি আর অদম্য সমর্থনের স্মৃতি আজও সমর্থকদের মনে উজ্জ্বল। তাঁকে মাঠ থেকেই শ্রদ্ধা জানাতে এবার বুট বেঁধে নামছেন একঝাঁক প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল তারকা। মাঠে দেখা যাবে অ্যালভিটো ডি'কুনহা, মেহতাব হোসেন, দীপঙ্কর রায়, সৈয়দ রহিম নবি, অসীম বিশ্বাস, অর্ণব মণ্ডল, সৌমিক দে, মহ রফিকসহ বহু পরিচিত মুখ।

এই বিশেষ মুহূর্তের সাক্ষী থাকবেন টলিউডের একাধিক বিশিষ্ট অতিথিও, যাঁরা ফুটবল ও চলচ্চিত্র; দুই জগতের মিলিত আবেগকে আরও গভীর করে তুলবেন।

আয়োজকদের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে কোনও অনুরাগীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে এমন বিস্তৃত ও আবেগঘন আয়োজন বিরল। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব কর্তৃপক্ষের সহযোগিতার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে ‘ছবিওয়ালা’ টিমের পক্ষ থেকে। পরিচালক বাপ্পা জানিয়েছেন, মানুষটা হয়তো আমাদের মাঝে নেই, কিন্তু তাঁর শেষ কাজ এবং এই মাঠের আবেগের মধ্য দিয়ে রাহুল দা চিরকাল বেঁচে থাকবেন।

চলচ্চিত্র ছবিওয়ালা; যার পরিচালনায় বাপ্পা এবং লেখায় শান্তনু নাথ; সেই ছবিতে রাহুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন দেবলীনা দত্ত, শ্রীলেখা মিত্র, রিমি দেব, রানা বসু ঠাকুর, আরাধনা জানা, খালিদ মাহমুদ তূর্য, অর্পণ বসু প্রমুখ। ছবিটির সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন সৌম্যঋত, আর কণ্ঠ দিয়েছেন রূপম ইসলাম, সোমলতা আচার্য্য চৌধুরী এবং জোজোর মতো শিল্পীরা।

পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত অধ্যাপক মঙ্গলা কাপুর, ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অবদানের স্বীকৃতি

নিজস্ব সংবাদদাতা:বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ এবং শিক্ষাবিদ অধ্যাপক মঙ্গলা কাপুর পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত হয়ে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীত জগতে এক অনন্য মর্যাদা অর্জন করেছেন। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে সঙ্গীত পরিবেশনা, শিক্ষাদান এবং গবেষণার মাধ্যমে তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছেন।

গোয়ালিয়র ঘরানায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অধ্যাপক মঙ্গলা কাপুর তাঁর সুমধুর কণ্ঠ, গভীর সঙ্গীতজ্ঞান এবং নিষ্ঠার জন্য দেশ-বিদেশে সমাদৃত। সঙ্গীতচর্চার পাশাপাশি তিনি গবেষণা ও লেখালেখিতেও সমানভাবে সক্রিয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন দিক নিয়ে তিনি পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা শিক্ষার্থী ও গবেষকদের কাছে মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

শুধু শিল্পী হিসেবেই নয়, সমাজসেবার ক্ষেত্রেও তাঁর অবদান প্রশংসনীয়। তিনি

‘প্রোফেসর মঙ্গলা কাপুর ফাউন্ডেশন’-এর প্রতিষ্ঠাতা। এই সংস্থার মাধ্যমে দুঃস্থ ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে শিক্ষা প্রদানের উদ্যোগ দীর্ঘদিন ধরে চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপ্তির মাধ্যমে তাঁর শিল্পসাধনা, শিক্ষা ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতি মিলল। সঙ্গীতপ্রেমী ও সাংস্কৃতিক মহলের মতে, এই সম্মান আগামী প্রজন্মকে ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রতি আরও উৎসাহিত করবে এবং অধ্যাপক মঙ্গলা কাপুরের কর্মজীবনের এক উজ্জ্বল মাইলফলক হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রকাশক রাজু দাস কর্তৃক বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রকাশিত কলকাতা ৭০০১২৫
Published by Raju Das from Barasat, North 24 Parganas, West Bengal; Kolkata 700125.
Owner: Raju Das, N'92, Ekdil Sha Road, Barasat, Kolkata-7000125, Contact No.: 8013183765/9674933641 |Web:- www.fsflmagazine.in